মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd July, 2026

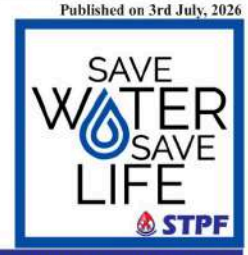

July, 2026 Volume-XII, Issue-V | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

দানবাক্স থেকে গায়েব

অযোধ্যা- অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দেওয়া টাকা দানবাক্স থেকে আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই দুর্নীতির অঙ্ক ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তদন্ত চলছে।

নিষেধাজ্ঞা রদ

নয়াদিল্লি- পয়লা জুলাই থেকে বাণিজ্যিক ও শিল্পের ব্যবহারের জন্য পেট্রল ও ডিজেলের ওপর বসানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে কেন্দ্র। গাড়িতে ডিজেল দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমাও তুলে দেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি তেলের দামও কিছু কমার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বিদেশি অনুদান

নয়াদিল্লি- আরও কড়া হল বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রক আইন (এফ সি আর এ)। বিদেশি অনুদান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানাতে হবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে। এছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে সংগঠনগুলি কোনও মন্তব্য করতে পারবে না।

মহাকাল করিডর

নয়াদিল্লি- রামমন্দিরে তহবিল তছরূপের পর এবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর করিডরকে ঘিরে বড় মাপের জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল। এই দুর্নীতিতে অভিযোগের তির মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বিরুদ্ধে।

অভিবাসন কেন্দ্র

নয়াদিল্লি- হলদিয়া সমুদ্রবন্দরকে বৈধ অভিবাসন কেন্দ্র বা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হিসেবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর ফলে দেশে সামুদ্রিক অভিবাসন কেন্দ্রের সংখ্যা দাড়াল ৪১।

পাসপোর্ট নিয়ে

নয়াদিল্লি- পাসপোর্ট নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এই ব্যবস্থা আগে কখনও ছিল না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্রে জানানো হয়েছে। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাসপোর্ট হল বিদেশে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় নথি।

চুরি সামলাতে

নয়াদিল্লি- রামমন্দিরের চুরি নিয়ে বিপাকে বিজেপি। অবস্থা সামাল দিতে মন্দিরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি নৃপেন্দ্র মিশ্রের হাতে।

এক পলকে রাজ্য

বাজেট প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিল রেখেই ২২ জুন বিধানসভায় পেশ হল রাজ্যে বিজেপি সরকারের বাজেট। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। রাজকোষ ঘাটতিতে রাশ টানার ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৫.২৯ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। রাজ্য বাজেটের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাজেটের একটা ছাপ খুবই স্পষ্ট।

ডিএ বৃদ্ধি ২০%

নিজস্ব প্রতিনিধি- আগামী পয়লা অক্টোবর এক লপ্তে 20% ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বাকি ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু সময়ের আর্জি জানিয়েছেন।

পাঁচ নতুন জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্য সরকার তাদের বাজেটে কলকাতাসহ নতুন পাঁচটি জেলা গঠনের প্রস্তাব দিল। এছাড়া ন'টি নতুন পুরসভা গঠনের কথাও বলা হয়েছে।

ফের শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া ভিবি-জি-রামজি প্রকল্প ১ জুলাই থেকে চালু হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাজ্যকে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্র ৮৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

ধ্বংসস্তূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি- তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের তিন তলার লোহার 'ক্ল্যাম্প' ভেঙ্গে ছাদ ধসে পড়ল তাসের ঘরের মতো। এখনও পর্যন্ত মারা গেছেন ১৬ জন, আহত ১৯ জনের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সমস্তটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে রাজ্যের প্রাক্তন দুই মন্ত্রীকে ডাকা হচ্ছে।

দুর্যোগে রাজ্যে মৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতাসহ গাঙ্গেয় বঙ্গের একাধিক জেলায় ২৫ জুন প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে এদিন কলকাতায় ৮৪.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

তিন বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরেই নতুন সরকারের কাজ শুরু

পরিষদীয় নেতা ঘোষণা হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী — নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে এবারের নির্বাচনে শাসকদলের স্লোগান ছিল, 'ভয় আউট, ভরসা ইন'। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে এই মন্ত্র দিয়ে যান। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি-র সরকার। একে বলা হচ্ছে 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর সরকার। এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অসীম। তার কতটুকু শেষ পর্যন্ত মিটবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। প্রায় দু'মাস হল নতুন সরকার কাজ শুরু করেছে। যে কোনও নতুন সরকারের জন্যই প্রথম কয়েক মাস মধুচন্দ্রিমার সময় ধরা হয়। বিরোধীরাও এই সময়টাতে হিসেব করে বিরোধীতা করেন। নতুন সরকারের এই বিশেষ পর্বটা এখনও অতিক্রম করেনি। তবে নতুন সরকার প্রথম দিন থেকেই খুবই সক্রিয়।

বিশেষ করে নতুন সরকার যেভাবে কাজ শুরু করেছে তাকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজের দলের স্বার্থে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করা। জনস্বার্থমুখী প্রকল্পগুলোকে সামনে এনে প্রতিশ্রুতি মাফিক কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফলটা এখনও আসতে শুরু করেনি। সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া মেটাতে সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গুণ্ডামি রুখতে জোড়া বিল বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। এরপরে আসছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। তবে এই বিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রুততা দেখানো হচ্ছে। নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করতে একটু সময় লাগবে। এই বিশেষ ব্যাপারটার দিকে নজর রাখছে রাজ্যের মানুষ। রাজনৈতিক শিবিরের একাংশ মনে করছে, নতুন সরকারের কাছে বণিক এবং মধ্যবিত্ত মানুষই বেশি গুরুত্ব পাবে। প্রান্তিক মানুষদের ক্ষেত্রে নতুন সরকারের ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয়। হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার প্রভিতি বিষয় সাধারণ মানুষ ভাল চোখে দেখছেন না। একাজে ফাঁক থেকে যাওয়ার কারণে বিরোধীরা রাজনৈতিক বিরোধীতার জায়গা পাচ্ছে। তবে আগামী পাঁচ বছর নয় তিন বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরেই এগোতে চাইছে এই নতুন সরকার।

পেশী ক্ষয়, সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়

সঞ্জীব আচার্য্য

পেশীর ক্ষয় বা মাসল অ্যাট্রোফি (Muscle atrophy) হলো পেশীর কলার শুকিয়ে যাওয়া বা সরু হয়ে যাওয়া। পেশীর ব্যবহার না করা বা স্নায়ুজনিত (নিউরোজেনিক) সমস্যার কারণে এটি হতে পারে। অপুষ্টি, বয়স, বংশগতি বা শারীরিক কার্যকলাপের অভাবের কারণেও এটি দেখা দিতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণেও এটি হতে পারে। পেশী পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার না করলে 'ডিসইউজ অ্যাট্রোফি' (disuse atrophy) বা অভাবজনিত ক্ষয় দেখা দেয়। অন্য এক ধরণের অ্যাট্রোফি হল 'নিউরোজেনিক অ্যাট্রোফি'।

অ্যাট্রোফি কীভাবে শনাক্ত করবেন ?

এর কারণভেদে লক্ষণগুলো বিভিন্ন হতে পারে। প্রধান লক্ষণটি হলো পেশীর ভর বা আয়তন কমে যাওয়া। এর ফলে শরীরের একদিকের হাত বা পা অন্যটির চেয়ে ছোট মনে হতে পারে এবং সেই হাত বা পায়ে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এছাড়া হাত বা পায়ে অসাড়তা বা ঝিনঝিন অনুভূত হতে পারে। খাওয়ার গিলতে বা কথা বলতে অসুবিধা হওয়াও এর একটা লক্ষণ।

অ্যাট্রোফি কেন শুরু হয়

পেশীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলে শরীর তখন সেই পেশীগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে বা ক্ষয় করতে শুরু করে। এর ফলে পেশীর আকার ও শক্তি কমে যায়। তাই কায়িক শ্রমহীন জীবনযাপন, অপুষ্টি এবং সারাদিন বসে একটানাও কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। বংশগত কোনো সমস্যা থাকলে কিম্বা স্ট্রোক বা অন্য কোন রোগের কারণে হাত-পা নাড়াতে অক্ষম হলেও এমনটা ঘটতে পারে। এছাড়া বয়সজনিত কারণেও অ্যাট্রোফি হতে পারে। নিউরোজেনিক অ্যাট্রোফিও হতে পারে, যা স্নায়ুকে প্রভাবিত করে এমন কোনো আঘাত বা রোগের কারণে ঘটে।

রোগ নির্ণয় এবং পরীক্ষাঃ

এগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্ত পরীক্ষা, পেশী বা স্নায়ুর বায়োপসি, ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি বা ইএমজি। এছাড়াও রয়েছে নার্ভ কন্ডাকশন স্ট্যাডিজ, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই।

চিকিৎসা

এটি পেশী ক্ষয়ের মাত্রা এবং অন্তর্নিহিত শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমত, ফিজিক্যাল থেরাপির মধ্যে রয়েছে স্থিরতা প্রতিরোধ করা, পেশীর শক্তি বৃদ্ধি করা এবং পেশীগুলোকে উদ্দীপিত করা। তৃতীয়ত, শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে আলট্রাসাউন্ড শক্তির রশ্মি প্রয়োগ করে ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড থেরাপি দেওয়া হয়।

এখানে - ওখানে

ভরা বাদলে বর্ষাকে অভ্যর্থনা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের

বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে সংগঠনের মহিলা সদস্যাদের শ্রুতি নাটক চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,
সারাবেলা ধরে ঝর ঝর ঝর ধারা'

বিশ্বকবির লেখার বাস্তব প্রতিফলন হল ২৫ জুন সন্ধ্যায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সেরাম অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠিত হল বর্ষাবরণ। তখন চারিদিকে প্রবল বর্ষণ। আবহাওয়া অফিস বলছে, সারাবেলায় ৮৪.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সেদিন শহরে। এত বৃষ্টিতেও এতটুকুও বিঘ্ন ঘটেনি বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানটির প্রথমার্ধে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সদস্য প্রিয়জিত ভৌমিক এবং পরবর্তী পর্যায়ে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

প্রথামাফিক উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে শুরু হয় বর্ষাবরণ। সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা পরিবেশন করেন উদ্বোধনী সংগীত। পরবর্তী পর্যায়ে ভরসার ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করেন একটি গীতিনাট্য। মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের। তাদের হাতে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেন বিশিষ্টজনেরা। এভাবেই এগিয়ে চলে বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় আসেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সঞ্চালনার অঙ্গ হিসেবে কালীদাসের মেঘদূতম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখার বিশেষ বর্ষার বর্ণনা পরিবেশন করেন তিনি। অভিনেত্রী মৌসুমী দাস এসেছিলেন বর্ষাবরণ উৎসবে। এবার মঞ্চে আসেন সংগীতশিল্পী রাজা রায়। সব আমন্ত্রিত শিল্পীই মঞ্চে বর্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগীত পরিবেশন করেন। ফের ভরসার ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চে এসে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান উপহার দেন দর্শকদের। এরপর পর্যায়ক্রমে নবজাতক সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং সাংগীতিকের শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর শিল্পী সুচন্দ্রা গাঙ্গুলি, সন্দীপ রায় চৌধুরী, আশীষ চক্রবর্তী, ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়, আবীর চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি ভট্টাচার্য্য চন্দ্র, রূপা সরকার, অর্পিতা দাস রায় সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংগঠনের মহিলা সদস্যরা সকলে মিলে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বর্ষাবরণের সমাপ্তি ঘটে।

লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠে সচেতনতা শিবিরে সম্পাদকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে ২৪ জুন অনুষ্ঠিত হয় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং এই মারণ রোগ প্রতিরোধে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, এই মারণ রোগ থেকে বাঁচবার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থাকলে এই রোগকে প্রতিরোধ করা যাবে। জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করে নিতে হবে। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চলবে না। যদিও বাহক কোনও রোগ নয়। এছাড়া শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর একটি কুইজও করা হয়। কুইজে সফল উত্তর দাতাদের সম্বর্ধিত করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সজল কান্তি মণ্ডল, শিক্ষক অসিতবরণ সেন, অশিক্ষক কর্মচারীসহ অন্যান্যরা।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অনুষ্ঠানে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ও স্বাবলম্বী ভারত অভিযান, কলকাতা মহান গর্বের উদ্যোগে ২০ জুন বীরেন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য্য। এসব কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার আবেদন জানানো হয়।

বিবেকানন্দ মিশনে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগণার কাঁকিনাড়ায় বিবেকানন্দ মিশনে ৩০ মে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্তপরীক্ষা। এই শিবিরটি আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ছিল রোটারি ক্লাব কলকাতা নর্থ ইস্টের অঙ্গনা বসু। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সতর্কতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এখানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর একটি কুইজও অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষায় ২৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

'হইচই' প্রকাশ

বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যের লেখা শিশুদের জন্য বই 'হইচই'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ভরসার অধ্যক্ষ এবং সংগঠনের সদস্যা নিবেদিতা ভট্টাচার্য্য। লেখক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য চিকিৎসক হিসেবে যেমন সুবিদিত, তেমনি লেখক হিসেবে পাঠক মহলে ইতিমধ্যেই নিজের একটা পাকা জায়গা করে নিয়েছেন। এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ২৫ জুন সন্ধ্যায় সেরাম অডিটোরিয়ামে পাঁচজন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জীবনদায়ী ওষুধ। এই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখকও।

বিধাননগর গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

সচেতনতা শিবির শেষে সম্পাদকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং বিধাননগর গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের উদ্যোগে ১৬ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিয়াজ আহমেদ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীগণ। শিবিরে বক্তব্য রাখেন থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারলেই থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ করা সম্ভব। এই ধরনের সচেতনতা শিবির ভবিষ্যতে যাতে আরও বেশি বেশি করে করা যায় তার জন্য সকলকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে চায় বলে তিনি জানান। একটি কুইজও পরিচালনা করেন সম্পাদক।

হলদিয়ায় সচেতনতা শিবির ও বাহক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি- হলদিয়ায় বাসুদেবপুর বীণাপানি ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের

সহযোগিতায় ৬ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক পরীক্ষা। এদিন ক্লাবের রক্তদান অনুষ্ঠান কর্মসূচীও সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা নিয়ে মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এছাড়া এদিন থ্যালাসেমিয়ার ওপরে একটি কুইজও অনুষ্ঠিত হয়। কুইজে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতারা অনেকেই সঠিক উত্তর দেন। প্রায় ৮১জন বাহক রক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জীত তুঙ্গ সহ অন্যান্য সদস্যরা এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরটি অনুষ্ঠিত করার জন্য যদুপতি নায়েকের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

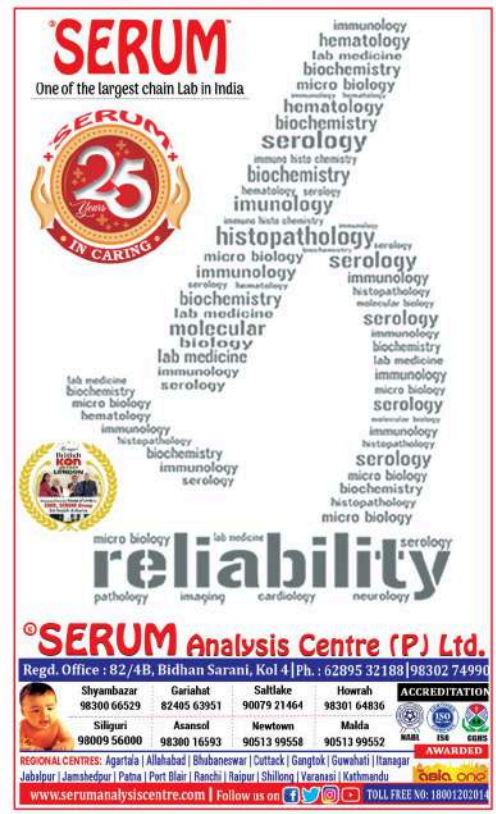

ট্রাম্পের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ইরান

তেহরান- প্রথম দফার শান্তি আলোচনার পরে ইরানের খনিজ তেল উত্তোলন এবং তা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে শিথিল করতে রাজি হয়েছে আমেরিকা। কিন্তু ইরানের বাজেয়াপ্ত প্রায় ১২০০ কোটি আমেরিকান ডলার খরচ করা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তেহরানের মধ্যে। ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'নিষেধাজ্ঞা ওঠার পরে ওই অর্থ নিয়ে কী করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত একমাত্র নিতে পারে তেহরান। এব্যাপারে ইরান বিশ্বের কোন দেশের চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না।" তেহরান এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে 'ভার্চুয়াল' পদ্ধতিতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও লেবাননের ওপর টানা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল ইজরায়েল। তেহরানও সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, হামলা বন্ধ না হলে এই শান্তিচুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শান্তিচুক্তির পরেই হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সংখ্যাটা আগের মতো নয়।

শিশুদের হত্যা করাই ইজরায়েলের লক্ষ্য

রাষ্ট্রপুঞ্জ- ইজরায়েলের বাহিনী পরিকল্পনা মাফিক গাজা ভূখণ্ডে শিশুদের 'লক্ষ্যবস্তু' করছে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি স্বাধীন তদন্ত

কমিশন মন্তব্য করেছে। ইজরায়েলের দাবি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পক্ষপাত দুষ্ট। গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ কমিশনের এই রিপোর্টটি। ইজরায়েল প্যালেস্টাইনি শিশুদের লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অভূতপূর্ব মৃত্যু, জখম হওয়া এবং মানসিক আঘাতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কমিশনের মতে, গাজায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও এই প্রবণতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্যালেস্টাইন শিশুদের যে সুরক্ষা দেওয়ার কথা, যুদ্ধবিরতির শর্ত-দুটিকেই ইজরায়েল ধারবাহিকভাবে উপেক্ষা করছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে সঠিক নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করে গাজা।

কানাডার মত করে উদ্বাস্তু নীতি পাল্টাচ্ছে ব্রিটেন

লন্ডন- বেশ কিছুদিন ধরে ব্রিটেনের উদ্বাস্তু নীতিকে নিয়ে বিপাকে পড়ছে লেবার সরকার। সরকারের উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী নীতির বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন ব্রিটিশ নাগরিকরা। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে পড়ে অভিবাসন এবং উদ্বাস্তু সংক্রান্ত নীতিতে বড় রকমের বদল আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্টার্মার গদি ছাড়ার আগে উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী নীতিতে বড় বদল আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কানাডার এই সংক্রান্ত সরকারি নীতিকে পর্যালোচনার পর অনুসরণ করার কথা ভাবছে ব্রিটেন।

হাসিনার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি- দু'বছর হল দেশছাড়া শেখ হাসিনা। তাঁর দল আওয়ামী লিগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লিগ প্রধান তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, 'এবছরই আমি দেশে ফিরব। আওয়ামী লিগ শুধু একটা সংগঠন নয়, এটা শক্তি। দলের কর্মীরা দেশে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালাচ্ছে। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাকে ফিরতেই হবে।'

সাগর পারের

টুকিটাকি

হাইকমিশনারকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা

নয়াদিল্লি- চলতে থাকা প্রথম ভেঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীকে পূর্ণমন্ত্রীর সমমর্যাদা দেওয়া হল। ভারত সরকারের বিধি অনুযায়ী এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'টেবল অব প্রিসিডেন্স'। দীনেশ ত্রিবেদী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃত ১৮৮

ভূমিকম্পের পর ভেনেজুয়েলা

কারাকাস- মাত্র ৩৮ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর দুবার কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা। এই দুই অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে মৃত্যু হল ১৮৮ জনের। নিখোঁজ হয়েছেন অন্তত ২৪ হাজার মানুষ। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.২। পরেরটি ৭.৫। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯০০ সালের পরে এই প্রথম এত মারাত্মক ভূমিকম্প হল ভেনেজুয়েলায়। তাঁদের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়াতে পারে। জারি করা হয়েছে সুনামির সতর্কতা। সূত্রের খবরে প্রকাশ, ২৫ জুন ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে ১৬০ কিমি দূরে প্রথম কম্পনটি অনুভূত হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় কম্পনটি অনুভূত হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাগুয়াইরা অঞ্চলটি। কারাবোবো এলাকাতেও মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উদ্ধারকর্মীরা। ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজ জানিয়েছেন, দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সেশেল্সের রাজধানী ভিক্টোরিয়ার 'ন্যাশানাল বটানিক্যাল গার্ডেন'-এ বিশ্বের প্রবীণতম কচ্ছপ (১৯৪ বছর বয়স) জোনাথনকে কচি পাতা খাওয়াচ্ছেন এবং গার্ডেন পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ ডেঙ্গু সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলে ভালো হয় ?

চন্দ্রিমা দাস, সল্টলেক

উঃ ডেঙ্গু নামটা আমাদের এখানে বেশ ভীতিজনক। গত ক'বছরে এই রোগের প্রকোপ বেশ বেড়েছে। এই রোগ একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ, যা হয় এডিস মশার কামড় থেকে, যা সাধারণত দিনের বেলাতেই কামড়ায়। সংক্রামিত কোনো ব্যক্তিকে মশা কামড়াবার পর সেই মশা যদি অন্য কাউকে কামড়ায় তবে তার রক্তে ওই ভাইরাস চলে যায় এবং ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাস চার রকমের হয় (Serotypes) DNV 1, DNV 2, DNV 3, DNV 4। এদের মধ্যে কোনটি বেশি সাংঘাতিক তা নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও দেখা গেছে যে, DNV ২ ভাইরাসের প্রভাবে রোগের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়।

উপসর্গ ঃ ডেঙ্গু ইনফেকশন তিনপ্রকার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। (১) ডেঙ্গু ফিভার, (২) ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার, (৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।

(১) ডেঙ্গু ফিভার ঃ হঠাৎ জ্বর আসে, যা ৩ থেকে ৭ দিন থাকে। তার সঙ্গে থাকে সাংঘাতিক মাথা যন্ত্রণা, বিশেষত চোখের পিছনের দিকে। এছাড়াও থাকে শরীরে যন্ত্রণা, হাঁটু ও গোড়ালি ও কনুইতে যন্ত্রণা, মুখে বিস্বাদ ভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, বমি, ডাইরিয়া প্রভৃতি। হাত ও পায়ে দাগ, চুলকানি, ভীষণ দুর্বলতা ও ক্লান্তি, মুখ ও গলা লাল হয়ে যাওয়া, নাক ও মাড়ি থেকে অল্প রক্তপাত, মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং বেশি হওয়া প্রভৃতি হতে পারে। জ্বর কমে যাওয়ার পর কখনও আবার র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।

(২) ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার ঃ একে সিভিয়ার ডেঙ্গুও বলা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং মৃত্যুও হয়। এক্ষেত্রে উপসর্গ অন্যান্য ডেঙ্গুর মতোই। জ্বর হবার ২ থেকে ৫ দিন পরে এর উপসর্গগুলি দেখা যায়। যেগুলি হল, সাংঘাতিক পেটে ব্যাথা, ক্রমাগত বমি, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, মাড়ি থেকে রক্তপাত, অস্থিরতা, ক্লান্তি, বমিতে রক্ত প্রভৃতি। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তা না হলে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

(৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ এটি ডেঙ্গুর একটি খুব খারাপ অবস্থা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থা হঠাৎ করেই আসতে পারে এবং দ্রুত তা আরও খারাপের দিকে যায়। এটি ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভারের পরের অবস্থা। এর উপসর্গগুলি হল—জ্বর যা ২ থেকে ৭ দিন থাকে, এবং দুটি পর্যায়ে হতে পারে, রক্তক্ষরণের প্রবণতা, যার ফলে শরীরে বিভিন্ন অংশের চামড়ায় বেগুনী বা লালচে দাগ দেখা যায়, বমি বা স্টুলের সঙ্গে রক্ত থাকে, রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায়। রক্তচাপ কমে যায়।

রোগনির্ণয় ঃ শারীরিক উপসর্গগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার সঙ্গে করতে হবে রক্ত পরীক্ষা। প্রাথমিক অবস্থায় rRTPCR বা NS1 ANTIGEN (NON STRUCTURAL ANTIGEN রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। NS1 ANTIGEN জ্বরের ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। চারদিনের মধ্যে রক্তে IGM অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় (এলাইজা পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়)। এছাড়া আরও রক্ত পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। প্লেটলেট কাউন্ট কমেছে কিনা দেখতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই WBC কাউন্ট কম থাকে। হিমাটোক্রিট-এর মাত্রা দেখা দরকার। লিভার এনজাইমের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, সি টি স্কান করার দরকার হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। শরীরে যথেষ্ট জলের মাত্রা বজায় রাখা খুবই দরকার। প্রচুর জল পান করতে হবে। ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে IV Fluid দিতে হবে । এই দুইক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ব্যবহার করতে হবে অন্যকোনো ব্যথার ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তার থেকে সমস্যা হতে পারে। কিছু কিছু জিনিস প্লেটলেটের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যেমন পেপে পাতার রস, বেদানা, কমলালেবু, ব্রকোলি, বীনস্ প্রভৃতি খাওয়া দরকার।

প্রতিরোধ ঃ মশা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। জমা জল যাতে না থাকে তা দেখা দরকার। স্প্রে করাও দরকার। মশা যাতে না কামড়ায় mosquito repellents ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও অবধি কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং ডেঙ্গুর মোকাবিলায় খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে। ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সঠিক চিকিৎসা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো সম্ভব।

প্রঃ স্ট্রোকের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। প্রকাশ সিনহা, সল্টলেক

উঃ স্ট্রোকে (stroke) মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ হঠাৎ কমে গিয়ে মস্তিষ্কের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থা হতে মস্তিষ্কের রক্তনালী ব্লক হয়ে যাবার জনÄ (Thromobosis) অথবা রক্তনালী পেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ ছুথত্রব্রদ্রম্স্তত্র হবার জন্য। সি টি স্ক্যান বা এম আর আই করলে এটা বোঝা যায়।

হাত পা অসাড় হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিজিওথেরাপি (Physiotheraphy) শুরু করতে হয়। এতে সাধারণত ভালো কাজ হয়। ম্যানিটল (Mannitol) , গ্লিসালন, ল্যাসিক্স প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। মস্তিষ্কের স্ফীতি (Oedema) কমানোর জন্য। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। থ্রম্বোসিস হলে রক্ত তরল রাখার জন্য—যাতে রক্ত আর না জমাট বেঁধে ব্লক না হয়, অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট (Antiplatelet Agents, যেমন অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। খুব তাড়াতাড়ি থ্রম্বোসিস ধরা পড়লে ঐ বাধাপ্রাপ্ত রক্তনালীতে থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট (Thrombolytic Agent) ইঞ্জেকশন করে ঐ ব্লক দুর করা হয়।

এছাড়াও, প্যারালিসিস থাকলে নিয়মিত অবস্থান বদল করানো, বেড সোর হলে তার চিকিৎসা, যথাযথ নিউট্রিশন বজায় রাখা, প্রভৃতি করা দরকার।

প্রঃ অবসাদ কি সারে ?

রথীন সাহা, বেলেঘাটা

উঃ ঠিকমত চিকিৎসা করলে অবসাদ (Depression) সারবার সম্ভাবনা থাকে। অবসাদের প্রকোপ অল্প থেকে বেশি হতে পারে। অল্পমাত্রায় হলে চিকিৎসায় অনেক সময়ই এই রোগ সেরে যায়। ওষুধ বন্ধো করা যেতে পারে। বেশীমাত্রায় রোগ থাকলে ওষুধ, কাউন্সেলিং ও কখনও শকথেরাফি দিলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিছুক্ষেত্রে হয়ত ওষুধ বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকাক্ষেত্রেই ওষুধ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রঃ প্রেগন্যান্সিতে ডায়াবেটিস হলে তার চিকিৎসা কিভাবে হয় ? প্রেগন্যান্সি হয়ে যাবার পরেও কি ডায়াবেটিস থেকে যায় ?

চিনা মজুমদার হাওড়া

উঃ প্রেগন্যান্সির সময় ডায়াবেটিস দেখা দিলে বা ডায়াবেটিস রুগীর প্রেগন্যান্সি থাকলে, যদি খাবার নিয়ন্ত্রণ (Diet Control) করেও ব্লাস সুগার স্বাভাবিক না হয়, তবে ওষুধ বা ইনসুলিন ব্যবহার করতে হবে। কিছু ওষুধ প্রেগন্যান্সিতে নিরাপদ, যেমন সেটফরমিন, কিন্তু সব ওষুধ নয়।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

ছোঁয়াচে স্ক্যাম

পরীক্ষা বাতিল ও দেশজ রাজনীতির বিষয়টি যেন নির্ধারিত হচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। এই আন্দোলন কতটা যৌক্তিক, কতখানি রাজনৈতিক, তার গতিমুখ কী হবে, রাজনীতিতে কতখানি প্রভাব পড়বে—এসব প্রশ্ন নিয়েই চর্চা চলছে। সন্দেহ হচ্ছে, এসব কূটকাচালিক ফাঁক দিয়ে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে মৌলিক প্রশ্নটি। কেন্দ্র পরিচালিত পরীক্ষা সমূহের দুর্নীতির ফলে ছাত্রসমাজের দুর্দশার জন্য আদৌ কী শাসকরা লজ্জিত। এখনও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এমন কোনও ঘোষণা হয়নি, যা থেকে ভাবা যায় তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি রয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রধান দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সাতদিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে। সেটাও হল না। সিজেপিকে এই ইস্যুতে আন্দোলন করতে দিয়ে এবং কিছু ধরপাকড় করে শাসকরা বাহবা কুড়োতে ব্যস্ত, কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটি গভীর অতলে নিমজ্জিত।

আসল কথাটি হল এই আন্দোলনটি বহু বিলম্বিত। কারণ গত দেড় দশক ধরে কেন্দ্র পরিচালিত পরীক্ষাগুলো একের পর এক কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁস। পরীক্ষা চলাকালীন প্রযুক্তির বিভ্রাট। এর মধ্যে পড়ে সিবিএসই, নিট, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, বিভিন্ন কর্ম নিয়োগের পরীক্ষা, স্টাফ সিলেকশনের পরীক্ষা ইত্যাদি। এটা আসলে দেশবাসীর কাছে অসীম ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রদর্শনের পরীক্ষা। মূলত চাকরি প্রার্থীদের কেরিয়ার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এটা কোন দুর্ঘটনা নয়। দুর্নীতিই এর প্রধান উৎস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। কিন্তু তা নিষ্পত্তি হতে প্রচুর সময় লাগছে এবং এর জন্য কাউকে কোন দায় স্বীকার করতে হয়নি। অথচ এই কেলেঙ্কারির চেহারা কতখানি ভয়ঙ্কর তা অনুধাবন করলেই গা শিউরে ওঠে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের টেট পরীক্ষা ফের বাতিল হয়েছে। এখানেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আগত দু'দশকে অন্তত ৪৫টি প্রশ্ন ফাঁসের মামলায় শাস্তিবিধান হয়েছে মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে। দু'হাজার জন অভিযুক্তের মধ্যে অর্ধেকেরও কম অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি হয়েছে। অথচ দেশের অধিকাংশ রাজ্যে 'সুশাসনের' ঢক্কানিনাদ চলছে।

আরও কতদিন এই অব্যবস্থা চলতে পারে, সেটাই এখন বিবেচ্য। দেশের বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষের এই নির্দয় অব্যবস্থার জন্য উত্তর একদিন দিতেই হবে। এই পরীক্ষাগুলো কোনও সাধারণমানের নয়। এর ওপর নির্ভর করছে জীবীকার পথ সন্ধান এবং সুস্থ জীবনযাপনের সম্ভাবনা। সুতরাং অজুহাত দিয়ে এই কেলেঙ্কারিকে চাপা দেওয়া যাবে না। সর্বশক্তি দিয়ে এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ না নিলে আগামীতে পরিস্থিতি আরও কঠিনতম হতে পারে।

গৌরাঙ্গের বাসস্থান

লোকনাথ গোস্বামী

ঈশান ও শুক্লাম্বর ঠাকুর মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাকে প্রভুর লীলার স্থান ও দ্রব্যগুলি দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই পুণ্যপবন, এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন প্রদান করেন। এই ঠাকুরঘর। এই প্রভুর শয়নঘর। এই শচী মাতার শয়নঘর। এই রন্ধনশালা। এইসব প্রভুর পৃথি। এই তাঁহার বসিবার কম্বল। এই প্রভুর পায়ের খড়ম। এই প্রভুর গলায় চাদর। এই প্রভুর পট্টবস্ত্র। এই প্রভুর পায়ের নুপুর। এই প্রভুর জলপাত্র। এই প্রভুর পালঙ্ক। এই প্রভুর শয্যা, উহা আর উঠান হয় নাই, প্রভু যে অবস্থায় উহা রাখিয়া যান সেই অবস্থায়ই আছে। দেবী এই পালঙ্কের নিচে ভূমিতলে শয়ন করিতেন। তৎপরে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী বলিতে লাগিলেন। দেবী এক নতুন পাত্রে তণ্ডুল রাখিয়া, য়োল নাম জপ হইলে আর এক নতুন পাত্রে উহা হইতে একটী করিয়া তণ্ডুল রাখিতেন। এইরূপে যতগুলি তণ্ডুল হইত, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করিয়া আপনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বাটী প্রাচীরে বেষ্টিত ও সর্ব্বদা কপাট দ্বারা আবদ্ধ থাকিত। প্রাচীরে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দামোদর পণ্ডিত বাটীর ভিতর জল লইয়া যাইতেন। দেবী দিবানিশি দাসীগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, আর দিবানিশি রোদন করিতেন। তিনি শচীর অদর্শনে আর প্রাচীরের বাহিরে গমন করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রধানা সখী কাঞ্চনা, ব্রাহ্মণ কন্যা, তখন অদর্শন হইয়াছেন।

তিক নাত হান — নদীকে এতটাই শান্ত হতে হবে, যাতে তাতে পূর্ণচন্দ্রের স্থির প্রতিফলন দেখা যায়।

নোম চমস্কি — আমাদের অপছন্দের মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস না করলে আমরা বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসই করি না।

স্বেতলানা আলেক্রিভিচ—সজ্ঞাততন্ত্র, আলস্য আর জনতার প্রতি গভীর উদাসীনতার ইচ্ছাকৃত ফসল ছিল চেনেবিল দুর্ঘটনা।

ডেভিড বেন ধুরিয়ন—যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাস বদলানো সম্ভব নয়, তাঁরা কোনওদিন স্মৃতিকথা লেখার চেষ্টাই করেন নি।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ জুলাই — কলকাতা হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২
রাজ্যের প্রথম ও প্রাক্তন এবং প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম (১৮৮২) ও মৃত্যু (১৯৬২)
ভারতে প্রথম চালু হল পোস্ট কার্ড ১৮৯৭

২ জুলাই — 'সায়গন'-এর নাম বদল করে হল হো চি মিন সিটি ১৯৭৬
সিরাজ -উদ্-দৌল্লাকে হত্যা ১৭৫৭
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭২
হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যানিমানের প্রয়াণ ১৮৪৩

৩ জুলাই — মস্কোতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন ১৯২১

৪ জুলাই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান শুক্রগ্রহে অবতরণ করল ১৯৯৮
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬
শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত ১৮৬১

৫ জুলাই — সিইআরএন ২ ঘোষণা করল ঈশ্বর কণা আবিষ্কারের কথা ২০১২
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিল পেশ ১৯৪৭
ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আর জি কর চালু হল ১৯১৬

৬ জুলাই — ইউ এস এস আর-এর গঠন ১৯২৩
এ কে ৪৭ রাইফেল প্রথম নির্মাণ শুরু হল রাশিয়াতে ১৯৪৭
ভারত ও চিনের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নাথুলা পাস পুনরায় খুলে দেওয়া হল ২০০৬

৭ জুলাই — বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫
প্রেসিডেন্সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হল ২০১০

৮ জুলাই — রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন ১৯১৪
সিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিংয়ের শান্তি ঘোষণা ১৮৫৮

৯ জুলাই — স্পেনের শাসন মুক্ত হয়ে আর্জেন্টিনার স্বাধীনতার ঘোষণা ১৮১৬
দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) প্রকাশ ১৯৫১
সিংহকে ভারতের জাতীয় পশুর তকমা ১৯৬৯

১০ জুলাই — আমেরিকার প্রথম টেলিভিশন স্যাটেলাইট 'টেলস্টার-১' স্থাপন ১৯৬২

১১ জুলাই — 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের আপিল খারিজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩২

১২ জুলাই — কবি পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ছত্রপতি শিবাজি ১৬৭৪

১৩ জুলাই — ত্রিশক্তির পটসড্যাম সম্মেলন শুরু ১৯৪৫
মুম্বইয়ে বিস্ফোরণ ২০১১

১৪ জুলাই — কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর প্রস্তাব গৃহীত ১৯৫১

১৫ জুলাই — নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং নির্বাসন ১৮১৫

১৬ জুলাই — বাংলাদেশের বাঘের হাট থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন শুরু ১৯০৫
হিন্দু বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি ১৮৫৮

১৭ জুলাই — কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ সম্মেলন শুরু ১৯২৮
ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে মহিলাদের যোগদানের অধিকার ১৯৪৮

১৮ জুলাই — নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯২৮
গজল সম্রাট মেহেদি হাসানের জন্ম ১৯২৭
মহাকাশের কক্ষপথে প্রথম প্রবেশ করল ভারতের উপগ্রহ রোহিনী ১৯৮০

১৯ জুলাই — ১৪টি ভারতের ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হল ১৯৬৯
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩
কলকাতা ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ ১৯৬৭

২০ জুলাই — চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স ১৯৬৯

২১ জুলাই — ভারতের প্রথম থিয়েটার হল স্টার-এর উদ্বোধন ১৮৮৩

২২ জুলাই — ভারতের জাতীয় প্রতীক স্থির করল গণ পরিষদ ১৯৪৭
বিশ্বের সর্ববৃহৎ চন্দ্রগ্রহণ ২০০৯

২৩ জুলাই — বম্বেতে প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন ১৯২৭
সি পি আইকে বেআইনি ঘোষণা ১৯৩৪

২৪ জুলাই — নীলদর্পণ নাটক বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার দায়ে রেভারেন্ড জেমস লঙকে জরিমানা ও জেলে পাঠানো হল ১৮৬১

২৫ জুলাই — ইতালিতে মুসোলিনীর পতন ১৯৪৩
প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ২০১২

২৬ জুলাই — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে বিধবা বিবাহ আইনের প্রয়োগ শুরু ১৮৫৬
জর্জ বার্নাড-শ-এর জন্ম ১৮৫৬

২৭ জুলাই — সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করল মিশর ১৯৫৬
জিম করবেটের জন্ম ১৮৭৫

২৮ জুলাই — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪

২৯ জুলাই — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬

৩০ জুলাই — বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস

৩১ জুলাই — বিপ্লবী উধম সিং-এর ফাঁসি ১৯৪০
মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম ১৮৮০

বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের রেমিটেন্স-এ অশনি সংকেত

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতের বহু মানুষ বিদেশে কর্মরত। এর মধ্যে খুব উঁচুমানের কাজে যেমন কর্মরত মানুষও আছেন। যেমন অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক থেকে শুরু করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আছেন অনেক বিষয়ের পণ্ডিত মানুষ। আছেন বিভিন্ন বড় বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এমডি বা সিইও পদে। আবার আছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। অন্যদিকে সাধারণ কাজকর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশায় মানুষ, যেমন, ড্রাইভার, ফিটার, হোটেল, রেস্ট্রুরেন্ট নিয়োজিত মানুষ থেকে শুরু করে পরিচারিকার কাজ, বিভিন্ন কারিগরি পেশার কাজ ইত্যাদি। এই ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে। মনে রাখতে হবে বিদেশের থেকে আগত অর্থ ভারতে আসে প্রধানত ডলার হিসাবে। এই জন্যই লক্ষ লক্ষ্য ভারতীয় দেশ ছেড়ে বিদেশে কাজ নেয় জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য। তাই ভারতে ডলার আসার এটা একটা বড় ক্ষেত্র।

কত মানুষ বিদেশে কাজ করে এবং তাদের রেমিটেন্সের পরিমাণ

এই রেমিটেন্স যা এন আর আই এবং বিদেশে কর্মরত ভারতীয়রা পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ভারতে প্রেরণ করে তার পরিমাণ খুব বেশি। পৃথিবীতে ভারতই সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স যাতে বিদেশি মুদ্রা পায় এবং এটা কেবল এখনই নয়। গত ২০০৮ সাল থেকেই ভারত এ বিষয়ে সবার আগে। মোট রেমিটেন্স গত ২০২৪-২৫-এ ১৩৫ বিনিয়ন ডলার ছিল। ১ বিলিয়ন হল ১০০ কোটি। ভারতীয়দের কত মানুষ বিদেশে কর্মরত। এর হিসাব পাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব হল প্রায় ১৮ থেকে ১৯ বিলিয়ন অর্থাৎ ১.৮ থেকে ১.৯ কোটি মানুষ আছেন। তাই প্রায় ২ কোটি মানুষের কাছ থেকে ভারত কত পরিমাণের ডলার প্রায় প্রতি বছর। এই প্রায় অর্থের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কী কী সেই গুরুত্ব। এই খাতে প্রাপ্ত অর্থ ডলার হিসাবে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বা অন্যান্য বানিজ্য ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। এই অর্থ ভারতের নিজস্ব কারণ বিদেশী ঋণ হল তা ধীরে ধীরে সুদসমেত ডলারের মাধ্যমেই ফেরত দিতে হয়। এক্ষেত্রে কেড়ে দেওয়ার ব্যাপার নেই।

ভারতের কাছে রেমিটেন্সের অন্য একটি বড় গুরুত্ব

ভারতের অর্থব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থাকছে। এর মূল কারণ ভারতের বিদেশি দ্রব্যের ওপর বড় পরিমাণে নির্ভরশীলতা আছে। সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-এর এক গবেষণাতে দেখা যাচ্ছে ভারতের মোট উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রিত প্রায় ২২.৫% হল বিদেশি নির্ভরতা। যদিও ইলেকট্রিক, রাসায়নিক ক্ষেত্রে এই নির্ভরতা গত ৮/১০ বছরে কিছুটা কমেছে কিন্তু মোটের ওপর নির্ভরশীলতা প্রায় একই আছে। এর ফলে বিদেশ থেকে বহু দ্রব্য ভারতকে আনতে হয়। এর মধ্যে উৎপাদনের উপকরণ আছে তেমনি আছে বিলাসী দ্রব্য যথা বিদেশী দামী গাড়ি, পোশাক, মদ ও অন্যান্য খাওয়ার দ্রব্য ইত্যাদি। এছাড়া ভোজ্য এবং পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীলতাতে প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ। সে জন্য ভারতের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বিদেশি বাণিজ্যে সব সময় ঘাটতি থাকে এবং এই ঘাটতির পরিমাণ বিশাল।

তাই এই ঘাটতি পূরণের জন্য রেমিটেন্স ভারতকে এই বড় সুবিধাজনক স্থানে রেখেছে। অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫ এ ভারতে মোট রেমিটেন্স এর পরিমাণ ছিল ১৩৫.৫ বিলিয়ন ডলার। তাই বোঝা যাচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে রেমিটেন্স এর গুরুত্ব কত। দেখা যাচ্ছে মোট দ্রব্য বাণিজ্যের ঘাটতির প্রায় ৪৭% ই মেটানো যায় এই রেমিটেন্সের ফলে আগত ডলার দিয়ে এবং এই খাতে সব অর্থই যেহেতু দেশের নিজস্ব তাই তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপার নেই। এটা ভারতের একটা বড় সুবিধা। গত অর্থবর্ষেও রুপির ডলারে সঙ্গে বিনিময় মূল্য প্রায় ১০% কমেছে। এই কারণেও অবশ্য বিদেশিরা শেয়ার বাজার থেকে চলে যাচ্ছে। এছাড়া ভারতের শেয়ারবাজারে দাম পৃথিবীর অন্য দেশের শেয়ারের তুলনায় বেশি শেয়ার বিক্রির এটাও একটা বড় কারণ।

কোন কোন দেশ থেকে আসে বেশি বেশি রেমিটেন্স

একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে ভারতের রেমিটেন্স প্রধানত আসে পশ্চিম-এশিয়ার তেলের দামগুলো থেকে। একসময় তাই ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হয়েছে এখন পশ্চিম এশিয়ার এই ব্যাপারে গুরুত্ব কমেছে। বর্তমানে আমেরিকা, ইউকে আর কেনেডা থেকেই যত রেমিটেন্স ভারতে আসে তা পশ্চিম এশিয়া থেকে মোট আগত রেমিটেন্সের চেয়ে বেশি। এছাড়া উন্নত দুনিয়ার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ আছে। বর্তমানে মোট রেমিটেন্সের প্রায় ২৮ শতাংশ আসে আমেরিকা থেকে। গত ১০-১৫ বছরের মধ্যের এই পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনের কারণ কি?

পরিবর্তনের কারণ

কাজের ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে এটাই হল প্রথম কারণ। পশ্চিম এশিয়াতে মধ্য দক্ষ থেকে দক্ষ শ্রমিকের এক বিরাট অংশ ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়াতে কাজ করতে যেত। তেল এবং কনস্ট্রাকশান ক্ষেত্রেই প্রচুর কাজের সুযোগ ছিল। এছাড়া অদক্ষ গৃহ পরিচারক, হোটেল, ছোট-মাঝারি অফিসের কাজ ইত্যাদিও আছে। কিন্তু যাকে বলা হয় হোয়াইট কলার জব তা যেমন বড় আয়ের তেমন এর চাহিদাও বাড়তে থাকল। এর জন্য খরচও একেবারে সামান্য। অনেকদিন ধরেই কাজের জন্য ভিসা পাওয়া সহজ ছিল পশ্চিম দুনিয়ায়। তাই মানুষের দেখাস্তরিত হওয়া সহজ হয় ১৯৯৫ এরপর থেকে। তাই অনেক মানুষ বিদেশে যেতে শুরু করে ও কাজ করতে আগ্রহী হল। তবে এখনও কেরালা অনেকটাই গাফ দেশ নির্ভর আবার অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষ আমেরিকা নির্ভর। এখন রেমিটেন্সের ওপর কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে এই বিষয়ে এক্ষুনি বড় কিছু ঘটেছে এমন নয়। তবে আগামী দিনে এই রেমিটেন্স কী চেহারা নেয় সেই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এখন গাল্ফ দেশ থেকে ৩৮% রেমিটেন্স আসে।

আমেরিকাতে বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ওই দেশে যেতে গেলে ১ লক্ষ ডলার দিতে গেলে অনেকেই আর যাবে না। তাছাড়া স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়া ওপর চাপও অনেক ছাত্রছাত্রীদের আমেরিকা যেতে বাধা দেবে। এছাড়া অর্থ পাঠাতে গেলে আমেরিকাতে ক্যাশ হলে, ইলেকট্রনিক বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার না হলে, ১% লেভি দিতে হবে।

রাজ্য বাজেট ২০২৬-২৭ আয় ও অসাম্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ২২ মে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে ২০২১-২২ বাজেট পেশ হল। নতুন বিজেপি সরকারের এই বাজেট পেশ হল। নতুন বিজেপি সরকারের এই বাজেট নিয়ে বহু মানুষের মধ্যে আশা ও আকাঙ্খা। তবে বাজেটে মোটের ওপর আপাত তেমন কোন চমক নেই। একটা বিশেষ ব্যাপার হল এই বাজেটে বেশ কিছু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে। এটা অবশ্য স্বাভাবিক কারণ প্রথম বছরে সরকার চেষ্টা করবেই যে কিছু প্রতিশ্রুতি তো পূরণ করতে হবে। নয়তো প্রথম থেকেই অবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। ফলে বিরোধীপক্ষ ওই বিষয়ে বিশেষ সুবিধা পেয়ে যাবে। এবারে বাজেটের বিষয়ে আসা যাক।

বাজেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান

এবারে রাজ্য বাজেটের বহর হল ৪.৩৮ লক্ষ কোটি। গত ফেব্রুয়ারিতে ভোট- অন-অ্যাকাউন্টে ৪.০৪ লক্ষ কোটি টাকা। এবং তৃণমূল সরকারি শেষ বাজেট ২০২৬ এর বাজেট ছিল ৩.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার। তাই প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বড় বাজেট হল এবছর। তাই আর্থিকভাবে খরচের ওপর কিছুটা লাগাম টেনেছে বর্তমান বাজেট। এখন যদি দেখা যায় রাজ্যের ঋণের পরিধি কেমন হল এই বাজেট পেশের পর তাহলে ঋণের বহর কমছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। গত বাজেটের পর যা ছিল মোট রাজ্যের আয়ের ৩৮.৩%। এই নতুন বাজেটের পর তা কমে ৩৭.৯% আনতে পারে বলে হিসাব দেখানো হয়েছে।

এখন কীভাবে এই হিসাব কমানো হল। এর প্রধান উত্তর হল কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা বাড়তি অর্থ মিলবে। তাই বেশ কিছু খরচ করেও ঋণের হার বা রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ লাগাম ছাড়া হচ্ছে না। কেন্দ্রের গ্রান্টস-ইন-এইড্-এর পরিমাণ ৭১,৩৩৯ কোটি টাকা আসার আশ্বাস আছে বাজেটে। এই খাতে গত সরকার গত বাজেটে পেয়েছিল মাত্র ২২,০৬৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্তমান বিজেপি সরকার প্রায় ২২৩ শতাংশ বেশি টাকা পেয়েছে এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই বিষয়টা অবশ্য আগের থেকেই রাজনৈতিকভাবে আলোচিত। কারণ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকার জন্য বঙ্গের সরকার কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য লাব করত খুবই কম। এখানেই বোঝা যায় রাজ্যের উন্নয়নের চেয়ে রাজনৈতিক লড়াই-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যেখানে রাজ্যের নিজস্ব আয় ধরা হচ্ছে ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে প্রায় অর্ধেক আসছে এই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে। তবে রাজ্য সরকারও অবশ্য নিজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিমাণের বিষয়ে বেশ আশাবাদি। রাজ্য সরকারের বাজেটে তাই এই খাতে ১৮% বৃদ্ধির আশা করা হয়েছে। এখানে কর্মচারীদের মাইনা, সুদের টাকা, পেনশন এবং অন্যান্য পূর্ব নির্দিষ্ট, কমিটেড খরচ আছে। এটাই হল রাজ্যের সবচেয়ে বড় খরচ। এছাড়া দ্বিতীয়টি হল মূলধনী খাতে ব্যায়। অর্থাৎ যেখানে রাজ্যের স্থায়ী সম্পদ তৈরি হয়। আর তার ফলে দেশের অগ্রাসনের হার বাড়তে পারে। এর মধ্যে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, হাসপাতাল তৈরি, গবেষণার খরচ ইত্যাদি। অর্থাৎ পরিকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের ওপর খরচ। এই বাজেটে অবশ্য মূলধনী খাতে মোট খরচের শতাংশ হিসাবে কিছু কম ধরা হয়েছে গতবাজেটের তুলনায়। যদিও সংখ্যার বিচারে এই খাতে ? কমেনি। কারণ বাজেটের বহরটাই একটু বড় এবং সামগ্রিকভাবে দেখলে দেখা যাচ্ছে মূলধনী খাতে খরচ গত বাজেটে ছিল মোট খরচের ২১.৮% । বর্তমান বাজেটে কমে হয়েছে ২০.১%।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ

প্রথমত, বাজেটে বলা হয়েছে, এই অর্থবর্ষে এক লক্ষ নতুন স্থায়ী কর্মসংস্থান করা হবে। আবার এর মধ্যেও 3% শতাংশ হবে মহিলা কর্মী নিয়োগ। মোট নিয়োগের অর্ধেক হবে শিক্ষাক্ষেত্রে। তার পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা হবে ২০%। দ্বিতীয়ত, নতুন করে ২০% ডিএ বাড়ানোর হবে। কারণ সরকারি বা আধা সরকারী কর্মচারীদের ডিএ কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়ের তুলনায় অনেক কম। তাই তা হলে রাজ্যের প্রাপ্য ডিএ বেড়ে ৩৮% হবে বলে বাজেটে বলা আছে। তৃতীয়ত, অতি পরিচিত লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প বন্ধ করে নতুন প্রকল্প অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-এর জন্য ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাই বোঝা যাচ্ছে নতুন অন্নপূর্ণা প্রকল্পের প্রাপ্য মহিলার সংখ্যা আগের লক্ষীভাণ্ডার প্রাপ্তদের সমস্যার অর্ধেক হতে পারে বড়জোর। এটা অবশ্যই রাজ্যবাসীর কাছে একটা খারাপ সংবাদ। কারণ লক্ষী ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের ধারণার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নয়। চতুর্থত, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রতি মাসে অর্থবরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চমত, গ্রামে ২৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য পিজে-মি ক্ষেত্রে ১৩ হাজার কোটি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প ভিবি-ডি রাম-জি-তে ১৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ষষ্ঠত, কল্যাণীর কাছে অর্থাৎ নদীয়া জেলায় এক নতুন এয়ারপোর্ট হওয়ার জন্য সামান্য হলেও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বমেদিনীপুরের উপকূলে একটা গভীর সমুদ্র বন্দর করার জন্যও বাজেট উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তমত, উত্তরবঙ্গে আই আই টি এবং আই আই এম-এর একটা করে ক্যাম্পাস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে।

শিল্প এবং আর্থিক বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ

শিল্পের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয়নি ঠিকই। কিন্তু এমন এমন কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে যাতে করে আগামীদিনে শিল্পের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাজেটে বলা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা বা তার ওপরের কোনো প্রজেক্টের জন্য স্থানীয় স্তরে কোন অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। এগুলো হয়তো আগামীদিনে শিল্পস্থাপন কে সুবিধা দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। তৃতীয়ত, একই ছাদের তলাতেই যাতে শিল্প স্থাপনের অনুমতিগুলো পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। জমির উর্দ্ধসীমার ওপর আলোচনা করার কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। এর ফলে জমির পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা কমবে বলেই আশ্বাস।

এবারের বাজেট আয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি ঘটাবে

এই বাজেট অনেক মানুষের ক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক। কারণ নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাই তাদের বেশ খানিকটা আশ্বাস পূরণের লক্ষে ব্যায় বরাদ্দ করা হয়েছে। যারা আর্থিকভাবে উপকৃত হবে তাদের ভোগব্যয় বাড়তে পারে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে নিয়ম অনুযায়ী ভোগব্যয় বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। বা অন্য রাজ্য থেকে আগত জিনিসের বিক্রি বাড়বে। ফলে বাড়বে আয় এবং জিএসটি। এছাড়া গ্রামে ২৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা কার্যকর হলে তা রাজ্যের আয় বাড়বে। এছাড়া বাড়বে কাজের সুযোগ। এরসঙ্গে শিল্পের সুবিধার জন্য বিনিয়োগ বাড়তে পারে।

তবে রাজ্যে বহু মানুষ বঞ্চিতও হচ্ছে। এর প্রধান হল লক্ষী ভাণ্ডার সহ অন্যান্য ভাতা আর পাবেন না। তাদের পরিবারে আর্থিক খরচ বাড়বে। রাজ্যে দখলদারী আটকানোর নামে মানুষকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের আয় বাদ যাবে। মোটের ওপর বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা উপকৃত মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারে। রাজ্যে অসাম্যও বাড়বে। সরকারের এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

যুদ্ধ থামলেও আশঙ্কার মেঘ এখনো রয়েছে, পরিস্থিতি দোদুল্যমান

জীবনচন্দ্র পাইন

গত ১৭ই জুন ২০২৬ তারিখে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা শেয়ার বাজার তথা বিশ্ববাজারে একটা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করেছিল। শেয়ারবাজারও বেশ কয়েকদিন চাঙ্গা হল।

যুদ্ধ থামার ইঙ্গিতে টাকার দামও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ব্রেন্ট ক্রুড এর দামও নিচের দিকে আসতে শুরু করেছে। ডলারের মূল্য কমতে থাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে বিনিয়োগকারীরা। আমদানী খরচ কমার ইঙ্গিত, তেল গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কাকে দূর করছে। প্রাথমিকভাবে উত্তেজনার সূচক অনেকটা উঠলেও তা লাগামছাড়া হবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে বিদেশি লগ্নি প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার মত এসেছে। সরকারি ঋণপত্রেও বিদেশি লগ্নি আসছে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।

সম্প্রতি রিলায়েন্সের জিও প্ল্যাটফর্মের আইপিও (IPO), এন.এস.ই (NSE) এবং এসবিআই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আইপিও (IPO) বাজারে আসছে যা বাজারকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে।

ভূ-রাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে বাজারের গতিপথ দোদুল্যমান।

নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল

সুদীপ ফার্মা লিমিটেড (Sudip Pharma Limited) : ফার্মা কোম্পানি। ভালো লেভেলে (738) আছে। 1989 থেকে কোম্পানি কাজ করছে। ফার্মাসিউটিক্যালের জিনিস বানায় এই কোম্পানি। নিউট্রিশান ইনগ্রিডেন্ট (Nutrition Ingredent) তৈরি করে। ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও এরা কাজ করছে। একশোর বেশি দেশে এদের উৎপাদন যায়। কোম্পানি আর্থিক ভিত্তি বেশ চমকপ্রদ। শেষ ত্রৈমাসিকে 44 কোটি থেকে 55 কোটি টাকা প্যাট (Profit After Tax) হয়েছে। Return on Capital খুব ভালো। Return on Equity 25 – 26% এর মত। প্রোমোটারদের হোল্ডিংও বেশ ভালো। বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা (D11) দের হোল্ডিং 17–18%। বড় বড় স্বনামধন্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলির বিনিয়োগ এই শেয়ারে আছে। স্বল্পমেয়াদে 810–820 টাকা, মধ্যমেয়াদে 900 টাকার কাছে এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। কোম্পানির Risk Reward Ratio খুব ভালো।

পেশ ডিজিটেক (Pace Digiteck) : 2007 সালের কোম্পানি। মূলত Digital Power এবং Multiple Power Solution -এর কাজ করে। লিথিয়াম ব্যাটারি তৈরির কাজও ওরা করে। ব্যাটারি এনার্জি এবং টেলকম-এর কাজ করে। বর্তমানে টেলকম সেক্টরের অবস্থা বেশ ভালো। 'সোলার' এনার্জি এবং Power Management -এর কাজ এদের অগ্রাধিকার। 2014 সালে 'Liniage Power' বলে একটি Power Sector-এর কোম্পানিকে এরা অধিগ্রহণ করে। আগামীদিনে আরও কিছু ছোট কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করে। আগামীদিনে আরও কিছু ছোট কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা ম্যানেজমেন্টের আছে। কোম্পানির আর্থিক ফলাফল খুব ভালো। 22% Return on Capital, 17-18% Return on equity। তিন বছরের বিক্রির গড় 73%। মুনাফার গড় 174%। 1100 কোটি টাকার বাজার মূলধন। গত বছরের মার্চ (2025) থেকে এই বছরের মার্চ (2026) পর্যন্ত প্যাট (Profit After Tax) 56 কোটি থেকে 126 কোটিতে গেছে। বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা (D11)-র শেয়ার হোল্ডিং 6–7%। প্রোমোটারদের হোল্ডিং 70%। বড় বড় মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলির বিনিয়োগ এই শেয়ারে আছে। 219 টাকায় IPO এসেছিল। 225 টাকায় বাজারে লিস্টিং হয়েছিল। বর্তমান দাম 185 টাকার আশেপাশে। 232 টাকা সর্বোচ্চ উপরে উঠেছিল। স্বল্পমেয়াদে 230–335 টাকা মধ্যমেয়াদে 330 – 350 টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশে। কোম্পানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এছাড়াও 'yes bank' -এর দাম 25.50 – 25.80 টাকা পর্যন্ত গেল। আরও বাড়বে। যারা SIP করছেন তারা করে যাবেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাজারের পতন যারা নিচের দামে (16 – 17) কিনে ছিলেন তারা মুনাফা চাইলে একবার ঘরে তুলতে পারেন। এছাড়া ব্যাঙ্কিং সেক্টরে তেজ আসবে। বাজার সংশোধনে HDFC Bank, IOB, Maha Bank ইত্যাদিতে বিনিয়োগ রাকতে পারেন। Reliance-এর দিকে নজর থাকবে। ইরান ও মার্কিন এর মধ্যে শান্তি চুক্তিতে দাম বাড়বে। খুচরো বাজারে তেজীভাব আসার সম্ভাবনা প্রবল।

কমোডিটি (Commodity)

দামী ধাতুর (সোনা-রূপো) দাম নিম্নমুখী। সোনা 1,32,000 টাকার কাছে আর রুপো 2,36,000 টাকার কাছে। এই নিম্নমুখী হওয়ার অন্যতম কারণ দামি ধাতুর পড়তি চাহিদা, ডলারে আগুন, আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্কের (Federal Reserve) সুদ বৃদ্ধির ইঙ্গিত। ফেডারেল রিজার্ভের ইঙ্গিত, আগামী সেপ্টেম্বরে 140 বেসিস পয়েন্ট সুদ বৃদ্ধি হতে পারে। সোনার আমদানি কমেছে প্রায় 70%। সোনা-রূপোতে কাজ একটু দেখে করুন। নিচের দামে Stop-lass দিয়ে কাজ করতে পারেন। 12500 টাকার কাছে সোনা এবং 2,10,000 টাকার কাছে stop lass দিয়ে কিনে কাজ করতে পারেন। যুদ্ধ থামায় ক্রুড ওয়েলেও সংশোধন এসেছে। নিচের দামে বেচে রাখাটা একটু ঝুঁকি হয়ে যাবে। নিচের দামে কিনে খেলবেন কিন্তু stop lass আবশ্যক। ন্যাচারাল গ্যাস 300 টাকার ওপরে বেচে খেলার চিন্তা করবেন। মুনাফা ছোট আকারে নেবেন। NG খুব বেশি পড়বে না।

মোটামুটি আজ এই পর্যন্ত। খবরের ডালি নিয়ে আগামীতে আবার দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবন চন্দ্র পাইন, মো ঃ ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১৩৬১৯৮।

হাট্টিম-টিম-টিম ওরা কেন ছোড়ে ডিম?

নিজস্ব প্রতিনিধি- ইতিহাসের দিকে তাকালে এবং রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি নজর রাখলে দেখা যাবে যে ডিমের সমাজগত বিবর্তন এবং বহুমুখী ভূমিকা রীতিমতো চমকে পরিপূর্ণ এবং বৈপরীত্যে ভরপুর।

সম্প্রতি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে আবহাওয়ার, পরিস্থিতির একটা বদল এসেছে। দেখা যাচ্ছে ডিমের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একদা যারা ছিলেন ব্যাপক শক্তিধর এখন তাদের প্রতি ডিমচর্চা চলছে। বড় থেকে শুরু করে মাঝারি এবং ছিচকে নেতা, সদ্য রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছে এমন নেতা—সবাইকেই সইতে হচ্ছে বিক্ষোভ আর সেই বিক্ষোভের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে বিশ্বজোড়া স্বীকৃত সুস্বাদু খাদ্য ডিম। পচা থেকে শুরু করে ভালো ডিম ছুড়ে সব ধরনের নেতাদের হেনস্থা করা এখন বাংলার রাজনীতিতে একটা নতুন ধারা চালু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে ডিম নিয়ে মিম-এর ছড়াছড়ি। পাশাপাশি এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রমুখী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলাও ঠোকা হয়েছে।

ডিম নিয়ে প্রতিবাদের ইতিহাস বেশ পুরনো। রাজনীতিতে ডিম নিক্ষেপের অনেক আগে ডিম ছোঁড়ার প্রচলন হয়েছিল বিনোদন জগতে। অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের মঞ্চে কোনও অভিনেতার অভিনয় দর্শকদের পছন্দ না হলে তাঁকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছোঁড়া হত। আবার ডিমের পরিবর্তে টম্যাটোও থাকত। খারাপ অভিনয়ের বিরুদ্ধে হাতে গরম প্রতিক্রিয়া দেখানোর এটাই ছিল সহজ পন্থা। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, অপরাধীদের কাঠের পিলারে হাত-মাথা আটকে জনগণের সামনে হাজির করা হত। সাধারণ মানুষ তাদের অপমান করতে পচা ডিম ছুঁড়ে মারত। অর্থাৎ ডিম শুধু সুস্বাদু খাদ্যই নয়, অপমানেরও প্রতীক।

রাজনীতিতে ডিম ছোড়ার একটা লম্বা ইতিহাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিউজেসকে লক্ষ্য করে একজন ডিম ছুড়েছিলেন। ডিমটি প্রধানমন্ত্রীর টুপিতে গিয়ে লাগে। পুলিশকে ওই যুবকটিকে গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিলেও তাতে কাজ হয়নি। এরপর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই গড়ে ওঠে 'অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ'। ফলত একটা ডিমের প্রভাবেই এটা ঘটেছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে রিচার্ড নিক্সন, হেলমুট কোল, রাজা তৃতীয় চার্লস, মার্গারেট থ্যাচার, জন মেজর, আর্নল্ড শোয়াৎজেনেগার— সবাইকেই ডিম থেরাপি করা হয়েছিল। আমাদের দেশে পি চিদাম্বরম, লালকৃষ্ণ আডবানী, নবীন পট্টনায়ক, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো নেতারাও বিভিন্ন সময়ে ডিমের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন।

ডিম কেন এত জনপ্রিয়? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, এটা সহজলভ্য, সস্তা, সহজে সংগ্রহ করা যায়, ডিম প্রাণ নিতে পারেনা, রক্তপাতহীন। এর ফলে ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পাশাপাশি যাকে ডিম ছোড়া হচ্ছে তাঁর ভাবমূর্তি, মর্যাদাক্ষুণ্ণ হয়, ডিম ছোড়ার একটা দৃশ্যার গুরুত্ব রয়েছে। ঘটনাস্থলে প্রতিবাদ যতটা ঘটে তার অনেকগুণ বেশি ঘটে মোবাইলের পর্দায়। যে ডিম পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে 'সুপারফুড', আজ তা রাজনীতির অস্ত্র। এই ডিম অপুষ্টি নিবারণের মাধ্যমে না হয়ে এখন তা অপমান করার অস্ত্র হয়েছে। এতে কার লাভ হচ্ছে অথবা সমস্যার সমাধান কতটা হচ্ছে? ডিম দিয়ে দুর্নীত চাপা দেওয়া যায় না, সরকার বদল করা যায় না। উল্টে উত্তেজনা বাড়ে।

প্রিয় সম্পাদক

ভর্তি ব্যাগ

সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিদ্যালয়গুলোতে পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন সত্যিই ভারী। ব্যাগের ভেতর থাকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই বিষয়ের ওপর একাধিক লেখকের বই। এরপর গুচ্ছের খাতা। এতসব ব্যাগের ভেতর নিয়ে পিঠের পিছনে বয়ে নেওয়ার ফলে ছোটদের পিঠে ও কাঁধে ব্যথা সহ নানা শারীরিক অসুবিধার কথা শোনা যায়। এই ব্যাগের ভেতরে আবার প্রজেক্টের বিভিন্ন জিনিস, টিফিন বক্স, জলের বোতল এবং ছাতা তো আছেই।

তবে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রতিদিনের রুটিনের বইপত্র ছাড়াও ব্যাগে আরও কিছু ঢুকিয়ে নেয়। যেমন স্কুল শেষে কোচিং বা টিউশান পড়তে যাওয়া, সাঁতার শিখতে যাওয়া, গান ও নাচের ক্লাসে যাওয়া, ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প, টেবল টেনিস ট্রেনিং ক্লাসে যাওয়া ইত্যাদি। ফলে ছোটবেলা থেকেই দেহের ভার বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ভার বহন করতে বাধ্য হয় ছাত্রছাত্রীরা। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষ সচেতন হলেও চিত্রটা একই থেকে যায়। অভিভাবকরা সন্তানের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও মুখ বুজে এটা সহ্য করেন।

দেবল রায়, বীরভূম

বিনে পয়সায়

রাজ্য সরকারের নির্দেশের ফলে এখন মহিলারা সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করছেন। সরকারের উদ্দেশ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং কিছুটা আর্থিক বোঝা কমানো। তবে প্রশ্ন উঠছে, এখন অধিকাংশ কর্মচারী মহিলারা স্বনির্ভর। বাসে টিকিট কেটে যাতায়াত করতে অক্ষম। সেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে এই সুবিধাটা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? এর বদলে লিঙ্গ নির্বিশেষে যদি বাসভাড়ায় ভর্তুকি দিলে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে। যেমন—ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের জন্য এই ব্যবস্থা করলে আরও ভাল হয়। যেসব বয়স্ক অভিভাবকরা তাদের সন্তান, নাতি-নাতনীদের স্কুলে নিয়ে যান এবং নিয়ে আসেন—তাঁদের বাসভাড়ায় ছাড় দিলে সেটা অত্যন্ত ভালো কাজ হবে। প্রকৃত আর্থিক প্রয়োজন, জীবিকা এবং সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে ভালো হয়।

মিতা পাল, ব্যারাকপুর

হাট নিয়ে

কলকাতা শহরে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনের হাট বসার রেওয়াজটা এখনও রয়ে গেছে। তবে সম্প্রতি হাওড়া ময়দানের মঙ্গলাহাটকে সরানো হচ্ছে। মঙ্গলাহাটের ফলে হাওড়া ময়দান জুড়ে একটা দমবন্ধ

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাওড়ার ব্যস্ততম স্থান এটি। বেশ কিছুদিন হল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালু হয়েছে। এখানকার অধিকাংশ দোকানদাররা কিছু অর্থের বিনিময়ে এই বেআইনি সুবিধাটা ভোগ করত। ফলে গাড়ি চলাচলের রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। এর ফলে অফিস ফেরত যাত্রীদের নাকাল হতে হত। খান্না মোড়ের হাটের অবস্থাটাও একই রকম।

সপ্তর্ষি রায়, শ্যামবাজার

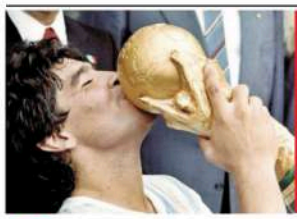

স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপ ২০২৬ ঃ যাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল

ম্যাচের নায়ক গোলকিপার অর্ল্যান্ডোকে নিয়ে প্যারাগুয়ের ফুটবলারদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই আবেগ, প্রত্যাশা, চমক এবং হতাশার এক অনন্য মেলবন্ধন। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম ৪৮ দলের আসর। ফলে প্রতিযোগিতার পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতাও। গ্রুপ পর্ব শেষে ৩২টি দল নক-আউট পর্বে উন্নীত হলেও এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত (৩০ জুন) ২৪টি দেশের বিশ্বকাপ অভিযান প্রথম ধাপেই শেষ হয়ে যায়। এই বিদায়ী দলগুলোর মধ্যে যেমন ছিল নতুন মুখ, তেমনি ছিল কিছু প্রতিষ্ঠিত ফুটবল শক্তিও।

প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে জার্মান, চেকিয়া, কাতার, হাইতি, স্কটল্যান্ড, তুরস্ক, কুরাসাও, ইকুয়েডর, আইভরি কোস্ট, সুইডেন, টিউনিশিয়া, ইরান, নিউজিল্যান্ড, উরুগুয়ে, ইরাক, উজবেকিস্তান, জর্ডন, সৌদি আরব, সাউথ কোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, জাপান, নেদারল্যান্ডস এবং পানামাকে। এই দলগুলোর কেউ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, আবার কেউ কঠিন গ্রুপে পড়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেছে।

সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে জার্মান, উরুগুয়ে। এই ঐতিহ্যবাহী দুটি দল নিজেদের সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। একইভাবে তুরস্ক ও কাতারের বিদায়ও তাদের সমর্থকদের জন্য বড় ধাক্কা। স্কটল্যান্ড লড়াই করেও নক-আউটে পৌঁছাতে পারেনি, আর আফ্রিকার শক্তিশালী দল আইভরি কোস্টও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে, নতুন ফরম্যাটের কারণে অনেক অপেক্ষাকৃত ছোট দল নিজেদের সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে। কিছু দল প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফুটবল উপহার দিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা বিদায় নিয়েছে, তবুও তাদের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগিয়েছে।

এই বিশ্বকাপ প্রমাণ করেছে যে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্যবধান আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। একসময়ের দুর্বল দলগুলো এখন শক্তিশালী দেশগুলোর বিরুদ্ধে সমান টক্কর দিচ্ছে। যেমন কেপ ভার্দে। ফলে প্রতিটি ম্যাচই হয়ে উঠছে অনিশ্চয়তায় ভরা। গ্রুপ পর্বেই অনেক চমক দেখা গেছে যা বিশ্ব ফুটবলের পরিবর্তিত চিত্রকে আরও স্পষ্ট করেছে।

তবে বিশ্বকাপের সৌন্দর্য্য এখানেই। একদল বিদায় নেয়, আরেকদল নতুন স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যায়। যারা প্রথম পর্বেই বিদায় নিয়েছে, তাদের অনেকের কাছেই এই ব্যর্থতা আগামীদিনের প্রস্তুতির অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। চার বছর পর আবারও তারা নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তুলে বিশ্বমঞ্চে ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব তাই শুধু যোগ্য দলগুলোর উত্তরণের গল্প নয়, বরং বিদায়ী দেশগুলোর সংগ্রাম, সাহস এবং অপূর্ণ স্বপ্নেরও এক স্মরণীয় অধ্যায়।

মায়ের প্রয়াণ, দেশে ফিরলেন দেশঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ঝড়বৃষ্টির কারণে বিশ্বকাপের ফ্রান্স ও ইরাকের ম্যাচ বন্ধ রইল দু'ঘণ্টারও বেশি। এদিকে ফিলাডেলফিয়াতে ঝড় তুললেন ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড করেছেন লিয়োনেল মেসি। কিন্তু এমবাপে যেভাবে এগিয়ে চলেছেন, তাতে মেসিকে ছুঁয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। ফরাসি কোচ দিদিয়ে দেশঁ বলেছেন, "মেসির রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারেন এমবাপে। ইরানের বিরুদ্ধে তিন গোলে জেতার পর ফ্রান্সের শিবিরে শোকের আবহ। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন দিদিয়ে দেশঁ। ফ্রান্সের আগামী ম্যাচগুলোতে কোচ দেশঁ মাঠে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ইরানের বিরুদ্ধে খেলায় ফ্রান্সের তিনটি গোলের মধ্যে এমবাপে করেন দুটি। এর ফলে এমবাপে হয়ে গেলেন বিশ্বকাপের যুগ্ম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর সতীর্থ হলেন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজ। এদের দুজনেরই গোলসংখ্যা হল ১৬। সামনে মেসি, যার গোলের সংখ্যা ১৮। ফ্রান্সের হয়ে এবার শততম ম্যাচ খেললেন এমবাপে। এই ম্যাচে ফ্রান্সের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন উসমান দেম্বেলে।

ফিরে আসার এক দুর্দান্ত নজির

মায়ামি-বারবার নিজেকে সেরা বলে উল্লেখ করেন। ভীষণ উদ্ধত। তাঁর ফুটবল কেরিয়ার শেষ বলে মন্তব্য করেছিলেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। সবাইকে মুখের ওপর জবাব দিয়েছেন সি আর সেভেন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই ৪১ বছর বয়সেও তিনি অপ্রতিরোধ্য। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল দিয়ে ভেসে উঠলেন রোনাল্ডো।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

হিউস্টনের এন আর জি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তানের খেলা চলাকালীন বারবার জয়ধ্বনি উঠছিল "ক্রিশ্চিয়ানো, ক্রিশ্চিয়ানো"। ঠিক যেমনটা ক্যানসাস সিটি বা ডালাসে উঠেছিল মেসির নামে। আপাতত মেসির ৫ গোল আর রোনাল্ডোর ২ গোল। তবুও বলতে হবে, এবারের বিশ্বকাপের ম্যাচে এই গোল দুটো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা ছিল জীবনের লড়াই। অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। গোটা বিশ্বকে বোঝাতে হবে, আমি রোনাল্ডো এখনও ফুরিয়ে যাই নি।

হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রথম ম্যাচে পর্বে দ্বিতীয় ম্যাচেও আয়ারল্যান্ডের কাছে হারল ভারত। সিরিজের' দুটি ম্যাচ জিতে ভারতকে পর্যুদস্ত করল আয়ারল্যান্ড। ভারতের অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আয়ারের সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। ব্যাটেও রান পেলেন না তিনি। আয়ারল্যান্ডের ১৫৪ রানের জবাবে ভারত করে ১৫৩-৯ স্কোর। আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলানো হল না বৈভব সূর্যবংশীকে। দু'জন ওপেনার সঞ্জু স্যামসন এবং অভিষেক শর্মা দুজনেই প্রথম বলে ফিরে যান। আয়ারল্যান্ডের ১৫৪ রান তাড়া করতে নেমে সকলেই ব্যর্থ হন। একমাত্র তিলক বর্মা ৪৬ বলে ৫৫ রান করেন।

বিশ্বকাপে গোল রেকর্ড

মিথোল্লাভ ক্লোজে (জার্মান) ১৬ গোল
রোনাল্ডো নাজ ফরিয়ো (ব্রাজিল) ১৫ গোল
গার্ডমুলার (জার্মান) ১৪ গোল
লিয়েনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) ১৩ গোল
জঁফতে (ফ্রান্স) ১৩ গোল
পেলে (ব্রাজিল) ১২ গোল
কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স) ১২ গোল

রূপগাঁথার অন্য নাম কেপ ভার্দে

নিজস্ব প্রতিনিধি - ২০২৬ - এর বিশ্বকাপে প্রথম নজর কাড়া বিষয়টি হল কেপভার্দে। ফেভারিট স্পেনকে আটকে দিল তারা। মোটামুটি সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের বাস এই দেশটাতে। যেন সীমার মাঝে অসীম। কেপ ভার্দের এগারো জন ফুটবলারের এই লড়াই প্রশংসার দাবি রাখে। ম্যাচের নায়ক কেপ ভার্দের। গোলরক্ষক বোজিনহা। সাথে দু'জন সেন্টার ব্যাকও দারুন। স্পেনকে এবার ভাবতে হবে। কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে ড্র করায় চিন্তা বাড়ল ফুয়েন্তের। স্পেন যদিও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। ফুয়েন্তের স্পেনকে এখন নতুনভাবে দেখতে হচ্ছে। কেপ ভার্দে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলছে। তারকা নির্ভর দল নয়। এগারোজনই লড়াই করছে।

বিশ্বকাপের নকআউট পর্যায়ের উঠে গেল কেপ ভার্দে। মাত্র সাড়ে ৫লক্ষ মানুষ নিয়ে আতলান্তিকের পাড়ে আফ্রিকার উপকূলবর্তী এক ক্ষুদ্র দেশ। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মত দেশটি। প্রতিবেশীদের মধ্যে পরিচিত বলতে বেনেগাল। কে জানত, পৃথিবীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এমন একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত দেশই প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসে একটা ইতিহাস তৈরি করে ফেলবে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে চলে যাবে। এদের কি আন্ডারডগ বলবেন? মনে রাখতে হবে এবারে বিশ্বকাপে ৪৮টি দল খেলছে। স্পেনের সঙ্গে ড্র, উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২, এবার সৌদিআরবের সঙ্গে ০-০। কেপ ভার্দেকে কিন্তু কোন ঘোরাপথে নকআউটের সওয়ার হওয়ার জন্য কোন বাসস্টপে অপেক্ষা করতে হয় নি। গ্রুপের দ্বিতীয় হিসেবে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। এদের নায়ক গোলকিপার ভোজিনা।

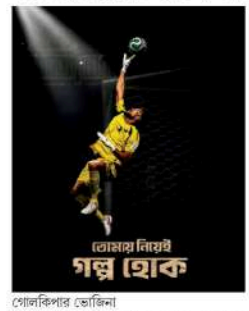

গোলকিপার ভোজিনা

তিনি নিশ্চিত ৭টি গোল বাঁচান। ভোজিনা মানে সে দেশের লোক বিশ্বাস করে এটা একটা প্রত্যয়। তাঁর দেশের অনেক ছেলেমেয়ে শরীরে ইতিমধ্যেই ভোজিনার ট্যাটু করে ফেলেছে। ভোজিনার মা ক্যানডিডা ইভোরা ছেলের জন্য গর্বিত। কিন্তু তিনি মাঠে আসতে পারেন নি অর্থের অভাবে এবং আমেরিকার ভিসার নতুন নিয়মের ফলে। তারা বিশ্বাস করে ফুটবলে ছোট দেশ বা বড়ো দেশ বলে কিছু নেই।

ছিটকে গেল ভারত, অস্ট্রেলিয়া বিধ্বংসী

নিজস্ব প্রতিনিধি-খারাপ বোলি, মন্থর ব্যাটিং, ফিল্ডিংয়ে অজস্র গলদ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের খেলার ধরণ ছিল এরকমই।

৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জয়ী দল টি টোয়েন্টির বিশ্বকাপ থেকে এভাবেই ছিটকে গেল। ফলে অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি ভারতের গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে চলে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের জেমিমা রডরিগস ২৮ বলে করেছেন ৩৪ রান। ১৯তম ওভারে তাঁকে অবসৃত করে রিচা ঘোষকে ব্যাট করতে নামানো হয়। তিনি মাত্র একটি বল খেলেন। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত তোলে চার উইকেটে ১৭০। এই ম্যাচে দর্শকাসনে ছিলেন বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা, রবি শাস্ত্রী। তাঁদের সামনে লজ্জাজনকভাবে হারল ভারত। এক ওভার বাকি থাকতে অস্ট্রেলিয়া জেতে ছয় উইকেটে। ২৯ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জেতান অ্যাশলে গার্ডনার। ম্যাচের সেরা হয়েছেন এলিস পেরি।

বিশ্বকাপের তিন মহিলা রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্বকাপের ইতিহাসে উঠে গেল টোরি পেনসো, ব্রুক মায়ো ও ক্যাথারিন নেসবিটের নাম। এই প্রথমবার পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা করলেন আমেরিকার তিন মহিলা। অতীতে ২০২২-এর

টোরি পেনসো, ব্রুক মায়ো ও ক্যাথারিন নেসবিট

কাতার বিশ্বকাপে প্রথমবার মহিলা রেফারিরা বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। সেখানে ফরাসি রেফারি স্টেফানি ফ্রাপর্টি এবং তাঁর সহকারীরা ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। আটলান্টায় আমেরিকারই তিনজন মহিলা ইতিহাস গড়লেন। ৩৯ বছরের পেনসো ২০২১ থেকে ফিফার রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাঠে পেনসোর অনেক ইতিহাসও আছে। এখনও পর্যন্ত শতাধিক ম্যাচ খেলিয়েছেন পেনসো। লাল কার্ড দেখিয়েছেন চারটি, হলুদ কার্ড ৪২৩টি। আরও কয়েকবছর তিনি বিশ্বকাপের মাঠে রেফারিং করবেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে একথা জানিয়েছেন।

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

বর্ষাবরণের সঞ্চালনায় সম্পাদক

সংগীত পরিবেশন করছেন ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত পরিবেশন করছেন সন্দীপ রায় চৌধুরী

সংগীত পরিবেশন করছেন রাজা রায়

সংগীত পরিবেশন করছেন আবীর চ্যাটার্জি ও সঞ্জয় চ্যাটার্জি

আবৃত্তিতে প্রিয়জিৎ ভৌমিক

সংগীত পরিবেশন করছেন অর্পিতা দাস রায়

ভরসার ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা

সংগীত পরিবেশন করছেন আশীষ চক্রবর্তী

'উদয়ের পথে'-র অনুষ্ঠানে সম্পাদক

হলদিয়ার শিবিরের শেষে সম্পাদকের সঙ্গে সকলে

বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিল্পী মৌসুমি দাসকে সম্বর্ধনা

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য, ৫৫) রূপা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডালিয়া দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296